আখের ছোবড়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে

আখের ছোবড়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) চেয়ারম্যান মো. শামসুজ্জামান সুরুজ। চিনি শিল্পসহ সকল উৎপাদনমুখী কারখানা চালু রাখতে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কাজ করে যাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

আজ শনিবার চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় অবস্থিত কেরু অ্যান্ড কোম্পানি সুগার মিলের অতিথি ভবনে চিনিকলের কর্মকর্তা ও আখচাষীদের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএসএফআইসি চেয়ারম্যান বলেন, “চিনি শিল্পকে আধুনিকীকরণ ও বন্ধ মিল চালু করতে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নতুন যন্ত্রপাতি ও মেশিনপত্র ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। আখচাষীদের ভর্তুকির টাকা খুব শীঘ্রই তাদের হাতে পৌঁছে যাবে সেই অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, রোপণ মৌসুম শুরুর আগেই চাষীরা ভর্তুকির অর্থ পেয়ে যাবেন।”

দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের সচিব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ওমর আল ফারুক মির্জা গালিব, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুস সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, বাণিজ্যিক খামার ইনচার্জ সুমন কুমার সাহা, ডিহি খামার ইনচার্জ ইমদাদুল হক সহ স্থানীয় আখচাষী ও মিলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৯ জন এবং নিয়মিত মামলার ৩ আসামিসহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যরা গত সোমবার রাতভর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গ্রেপ্তাররা হলেন দর্শনা চণ্ডীপুরের রানা (৩০), রেজাউল হক (৩৫), রবিউল ইসলাম (৬০), দক্ষিণ চাঁদপুর টাওয়ারপাড়ার আমিরুল ইসলাম (৪৫), বাড়াদি পশ্চিমপাড়ার বিল্লাল হোসেন (১৯), আকন্দবাড়ীয়া নতুনপাড়ার সাইফুল ইসলাম ওরফে ফিল্টু (৩৫), রামনগর দাসপাড়ার মোখলেছ হোসেন (২২), বেগমপুর পুরাতনপাড়ার শরিফুল ইসলাম
(২৬) ও ধান্যঘরা গ্রামের আল মিরাজ।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল।

এ ছাড়া দর্শনা থানায় দায়ের করা নিয়মিত মামলায় রাজশাহীর রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ গ্রামের রুবেল শেখ (৩৭), গোদাগাড়ী থানার নারায়ণপুর গ্রামের সুমন খান ওরফে পারভেজ (৩৮) এবং দর্শনা প্রতাপপুরের মিরাজ হোসেন ওরফে তুফানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি নিরাপদ ও সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

দর্শনায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ, মারা গেল শত শত দেশীয় পাখি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়ায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৫০০ দেশীয় পাখি মারা গেছে। এ ঘটনায় জমির মালিকের ছেলেকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার বিকেলে দক্ষিণপাড়ার আতিয়ার রহমান তার ঘাসের জমিতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনের জন্য বিষ প্রয়োগ করেন। বিষমিশ্রিত ধান জমিতে ছিটিয়ে রাখায় পরবর্তী সময়ে সেগুলো খেয়ে এবং জমিতে থাকা পোকামাকড় খেয়ে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৫০০ পাখি মারা যায় বলে স্থানীয়রা জানান।

বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে রোববার রাত ৮টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শাহীন আলম।

এ সময় জমির মালিক আতিয়ার রহমানের ছেলে রাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জমিতে বিষ প্রয়োগের বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি জানান, মাঠে বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকা দমনের জন্য তার বাবা জমিতে বিষ প্রয়োগ করেন এবং বিষমিশ্রিত কিছু ধান ছিটিয়ে রাখেন। ওই ধান ও পোকামাকড় খেয়ে পাখিগুলো মারা যায়।

এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত রাজনকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম মাঠের কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, ফসল রক্ষায় জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কীটনাশকের কারণে পাখিসহ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে বিষয়ে কৃষকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের সময় নির্ধারিত মাত্রা ও নিয়ম মেনে চলা জরুরি। বিষমিশ্রিত খাবার বা কীটনাশক খোলা

অবস্থায় জমিতে ফেলে রাখলে পাখি, গৃহপালিত প্রাণীসহ পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে। তাই কৃষক ও জমির মালিকদের ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ-সংক্রান্ত আইনে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পাখি হত্যা বা নিধনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।

দর্শনায় মাদকবিরোধী অভিযানে ব্যবসায়ী ও সেবনকারীসহ ৪ জন গ্রেপ্তার

দর্শনায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ী ও সেবনকারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার তিন মাদকসেবীর ডোপ টেস্টে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। পরে তাদের এবং এক মাদক ব্যবসায়ীকে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে হাজির করা হলে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে থানার এসআই মোল্যা আরিফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর মাঠপাড়া সংলগ্ন জনৈক নাসিরের কলাবাগানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় কলাবাগান থেকে মাদক সেবনের অপরাধে নাসির হোসেন (৪৫) ও আব্দুল ওদুদ (৫০) নামের দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার নাসির হোসেন দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর গ্রামের বাসিন্দা ও আরফান মিয়ার ছেলে। আব্দুল ওদুদ একই গ্রামের বাসিন্দা ও আলী হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে দর্শনা থানাধীন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামে পৃথক আরেকটি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর মাদক সেবনকালে মাসুদ রানা নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি খাড়াগোদা গ্রামের বাসিন্দা ও সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

এ ছাড়া শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে দর্শনা পৌরসভার মোবারকপাড়ায় জনৈকা রেশমার মুদি দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর মাদকসহ অবস্থানকালে স্থানীয় লোকজন সোনা মিয়া (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত কালো গেঞ্জির বুক পকেটে থাকা সাদা পলিথিনে মোড়ানো ২টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার সোনা মিয়া দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা ও আজিবর হোসেনের ছেলে।

পরে নাসির হোসেন, আব্দুল ওদুদ ও মাসুদ রানাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করানো হলে তাদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

পরবর্তীতে আসামিদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত)-এর আদালতে হাজির করা হয়। আদালত সোনা মিয়াকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাদণ্ড দেন।

নাসির হোসেন, আব্দুল ওদুদ ও মাসুদ রানাকে প্রত্যেককে ২ মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রত্যেককে আরও ৭ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

দর্শনায় কর্মচারীকে শায়েস্তা করতে মালিকের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা

দর্শনায় কর্মচারীকে শায়েস্তা করতে মালিকের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের মামলা করার অভিযোগ উঠেছে মজনু মিয়ার বিরুদ্ধে। মামলাটি মিথ্যা ও বানোয়াট বলে দাবি করেছেন মামলায় অভিযুক্ত ডা. আব্দুল হান্নান ও আলতা বানু।

জানা গেছে, মজনু মিয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী আলতা বানুকে তালাক দেন মজনু মিয়া। এ ঘটনায় গত ২৮ জুন ২০২৬ তারিখে মজনু মিয়ার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতে মামলা করেন আলতা বানু। যার মামলা নম্বর-৯০০।

অসহায় আলতা বানুর পাশে দাঁড়ান তার কর্মস্থলের মালিক ডা. আব্দুল হান্নান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মজনু মিয়া ওই চিকিৎসকসহ আলতা বানুর ভাই বশির উদ্দিনের ছেলে বিপ্লব ও আলতা বানুর ছোট জামাই মিলনের বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতে মামলা করেন। মামলাটির নম্বর-সিআর ৮৭৯/২৬।

মামলায় মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের অভিযোগ করা হলেও অভিযুক্তদের দাবি, কথিত ছিনতাই হওয়া মোটরসাইকেলটি মজনু মিয়ার প্রথম স্ত্রীর ছেলে রাফিজুল ইসলাম (২৩) ব্যবহার করছেন।

তাদের দাবি, গতকাল রাফিজুল ইসলাম মোটরসাইকেলটি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠে যান। এ সময় সাংবাদিকরা রাফিজুল ইসলামের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির ছবি তোলেন। মোটরসাইকেলটির নম্বর চুয়াডাঙ্গা-ল-১২-৫৪৩৯। এ সময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের কাউন্সিলর আসির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি মোটরসাইকেলটি রাফিজুল ইসলামের কাছে দেখতে পান বলে দাবি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ফার্মেসি মালিক আব্দুর রাজ্জাক, বাড়ির মালিক সাইফুল ইসলাম, হক মেশিনারিজের মালিক ফজলুল হক ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আসির উদ্দিনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

তবে মামলার অভিযোগ ও মোটরসাইকেল নিয়ে ওঠা এসব দাবির বিষয়ে মজনু মিয়ার বক্তব্য জানা যায়নি।

দর্শনায় মাদক সেবনের দায়ে দুই যুবকের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক সেবনের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর ডোপ টেস্টে মাদক গ্রহণের প্রমাণ পাওয়ায় তাদের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার পৃথক সময়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে তাদের সাজা দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর (ঈদগাহগাড়া) গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে হাবিবুল্লাহ ওরফে হাবিব (২২)কে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়ির সামনে কাঁচা রাস্তা থেকে মাদক সেবনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে গ্রেপ্তার করেন দর্শনা থানার এসআই (নিঃ) আমানত উল্লাহ।

অপরদিকে, একই দিন রাত ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়া গ্রামের মৃত তোফাজ্জেল মাস্টারের ছেলে মো. সাইফুল ইসলাম স্বপন (৪১)কে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আড্ডা কফি হাউসের সামনে থেকে মাদক সেবনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে গ্রেপ্তার করেন দর্শনা থানার এসআই (নিঃ) মোল্যা আরিফুল ইসলাম।

পরে গ্রেপ্তার দুজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করা হলে উভয়ের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর তাদের সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত)-এর আদালতে হাজির করা হয়।

শুনানি শেষে আদালত হাবিবুল্লাহ ওরফে হাবিবকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও সাত দিনের কারাদণ্ড এবং সাইফুল ইসলাম স্বপনকে চার মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও সাত দিনের কারাদণ্ড দেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে এবং চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনায় বিশেষ অভিযানে ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার পৃথক এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে চারজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। এর মধ্যে জসিম মিয়া নামে একজনকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, দর্শনা পৌর শহরের শান্তিপাড়া এলাকার মৃত টুকু মিয়ার ছেলে চিহ্নিত মাদক কারবারি জসিম মিয়া (৪৭), একই এলাকার ফারুক হোসেনের ছেলে রাসেল হোসেন (২৭), সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামের মৃত আজাদ হোসেনের ছেলে চিহ্নিত মাদক কারবারি মাগরিব হোসেন (৪০) এবং একই গ্রামের আব্দুস সামাদ ওরফে জাম্বুর ছেলে মারুফ হোসেন (২৬)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক নির্দেশনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা পৌরসভার শান্তিপাড়া এলাকা ও সীমান্তবর্তী জয়নগর গ্রামে পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের

গ্রেপ্তার করে।

পরে গ্রেপ্তারকৃত জসিম মিয়াকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে বিজ্ঞ আদালত এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। অপর তিনজনকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অন্যান্য মামলায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

দর্শনা চটকাতলায় শতবর্ষী গাছের শুকনো ডালে চরম ঝুঁকি, দ্রুত অপসারণের দাবি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা-পরানপুর মহাসড়কের চটকাতলা এলাকায় শতবর্ষী কড়ই গাছের শুকনো ডাল ভেঙে পড়ায় সড়কটি দিয়ে চলাচলকারী পথচারী ও যানবাহন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত শুকনো ডাল অপসারণ না করলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা-পরানপুর মহাসড়কের পাশে ব্রিটিশ আমলে রোপণ করা ৯টি শতবর্ষী কড়ই গাছ রয়েছে। সম্প্রতি গাছগুলোর বড় বড় ডাল শুকিয়ে গিয়ে প্রায়ই ভেঙে সড়কে পড়ছে। এতে পথচারী ও যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এর আগে একটি বিশাল শুকনো ডাল ভেঙে ইসরাফিল হোসেনের চায়ের দোকানের ওপর পড়ে। তবে অল্পের জন্য দোকানে থাকা লোকজন প্রাণে রক্ষা পান। এরপরও মাঝেমধ্যেই শুকনো ডাল সড়কে পড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে দর্শনা থানা, দর্শনা পৌরসভা, দর্শনা

সরকারি কলেজ, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, দর্শনা পুরাতন বাজারসহ পরানপুর হয়ে চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে। ফলে গাছগুলোর শুকনো ডাল দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ বিষয়ে চটকাতলা এলাকার বাসিন্দারা চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদে লিখিত আবেদন করেছেন। জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাছগুলো চিহ্নিত করলেও এখনো কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রধান প্রকৌশলী মুকুল মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের সামনে থেকে পালসার মোটরসাইকেল চুরি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের সামনে থেকে এক ব্যবসায়ীর পালসার মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) যোহরের নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী শহীদ হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের সিদ্দিকুল্লাহর ছেলে। তিনি ব্যক্তিগত কাজে দর্শনায় এসে যোহরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদের সামনে তার ব্যবহৃত বাজাজ পালসার মোটরসাইকেলটি (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: চুয়াডাঙ্গা-ল ১২-৭৬৮৬) রেখে মসজিদে প্রবেশ করেন।

নামাজ শেষে বাইরে এসে তিনি দেখতে পান, মোটরসাইকেলটি সেখানে নেই। পরে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদের মুসল্লি ও স্থানীয়দের জানান।

ব্যবসায়ী শহীদ হোসেন বলেন, “ব্যক্তিগত কাজে দর্শনায় এসেছিলাম। যোহরের নামাজের সময় মোটরসাইকেলটি মসজিদের সামনে রেখে নামাজ

আদায় করতে যাই। নামাজ শেষে বের হয়ে দেখি মোটরসাইকেলটি নেই। পরে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি স্থানীয়দের জানাই।”

মসজিদের মতো জনসমাগমপূর্ণ স্থান থেকে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের দাবি, এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজরদারি বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে মসজিদ, বাজার ও অন্যান্য জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদারের আহ্বান জানান তারা।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে মোটরসাইকেলটি উদ্ধারে পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে।”

দর্শনায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার, ৬ মাসের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন ছোট শলুয়া গ্রাম থেকে ৬ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ওয়াসিম মিয়া (৩২) নামে এক যুবককে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সামারি ট্রায়াল আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পরান ঢালী এ রায় দেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডপ্রাপ্ত ওয়াসিম মিয়া দর্শনা উপজেলার ছোট শলুয়া গ্রামের আমানত আলীর ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২৫ জুলাই) দিবাগত রাত ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার রুহুল কবীর খানের নির্দেশে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই অরূপ কুমার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালান।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছোট শলুয়া গ্রামের মাসুদ মাস্টারের বাঁশবাগান-সংলগ্ন সড়ক থেকে ওয়াসিম মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ৬ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
পরে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় সামারি ট্রায়াল আদালতে হাজির করা হলে আদালত এ সাজা দেন। দর্শনা থানার ওসি নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাজাপ্রাপ্ত ওয়াসিম মিয়াকে রোববার বিকেলেই চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।